'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.--96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature and Research Journal
21th Year, 115 Volume
December,2019

Published By
K. K. Prakashan
Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By
K.K.Prakashan
Cover Designed By
Kohinoorkanti Bera
Midnapur

Communication :
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.
Mob.-9153177653
Email- madanmohanbera51@gmail.com /
kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

মনুস্মৃতিতে উপলব্ধ ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তবিধি : একটি আলোচনা

ড.তারক জানা

বেদকেন্দ্রিক জীবনধারায় অভ্যস্ত ভারতবাসীর কাছে মনুস্মৃতি এক অনুপম গ্রন্থরত্ন। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে মনুস্মৃতি সর্বাধিক সমাদৃত। মনুস্মৃতির অনুশাসন ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে আসছে। সহস্রাধিক শ্লোকযুক্ত ও দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত মনুস্মৃতির প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আচার্য মনু তাঁর এই অধ্যায়ে যেমন পাপ বা পাতকের কথা উল্লেখ করেছেন তেমনি পাপস্খলনের জন্য প্রায়শ্চিত্তবিধিও আলোচনা করেছেন।

শাস্ত্রে যে সব কর্মকে নিষিদ্ধ কর্ম বলা হয় সেগুলি আচরণ করলে পাপ হয়। এই পাপ সংশোধনের বা নিরাময়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। আচার্য মনু পাতকগুলির আলোচনায় সর্বপ্রথমে মহাপাতকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্রাহ্মণ হত্যাকারী, নিষিদ্ধসুরাপানকারী, সুবর্ণাপহরণকারী, গুরুভার্যাগমনকারী ব্যক্তিরা হল মহাপাতক দোষে দুষ্ট। এদের সাথে সংসর্গকারী ব্যক্তিরা মহাপাতকগ্রস্ত। মহত্ শব্দের দ্বারা পাতকগুলির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। জন্মগত কারণেই ব্রাহ্মণ দেবতাগণের দেবতা স্বরূপ এবং সকল মানুষের তিনি নির্ভরযোগ্য। প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর যেমন নির্ভর করা যায় সেই রকমই ব্রাহ্মণ বচনের উপর ভরসা করা যায়, তাঁর বচনে কেউ সংশয়িত হয় না। এর কারণ হল ব্রহ্ম বা বেদ অর্থাৎ বেদ ও তার অর্থনিরূপণ এই ব্রাহ্মণেরই অধীন-তাই এক্ষেত্রে এটাই প্রমাণ্য। শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণ অদৃষ্ট বিষয়ে যে উপদেশ দেন বেদবাক্যের ন্যায় লোকে তা প্রমাণ বলেই গ্রহণ করে।[১] সুতরাং ব্রাহ্মণকে হত্যা করা মহাপাপ বলে উল্লেখ করেছেন আচার্য মনু। তাই তিনি ব্রাহ্মণকে হত্যাস্বরূপ পাপ থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রায়শ্চিত্তবিধি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ব্রহ্ম হত্যাকারী ব্যক্তি বনে বারো বছর কুটীর নির্মাণ করে বাস করবে। সে সর্বদা নিহত ব্যক্তির অথবা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির মাথার দ্বারা ধ্বজা নির্মাণ করে তাতে কাঠ প্রভৃতি দ্বারা নরমুণ্ড নির্মাণ করে বেঁধে সকল সময় উঁচু করে তুলে ধরবে। এতে তার ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত হবে। এছাড়া ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ করলে তার পাপ শুদ্ধি হবে।"[২] মন্বর্থমুক্তাবলীতে ভবিষ্যপুরাণের উদ্ধৃতিটি

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.--96 (Indian Languages out of 114),
Bengali, Faculty of Arts journal Serial No.-32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature and Research Journal

21th Year, 114 Volume

October,2019

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Midnapur

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

ভারতীয় দর্শনে প্রমাণের প্রামাণ্য নিরূপণ : একটি উপস্থাপনামূলক আলোচনা

ড.নিতাইচন্দ্র দাস

ভারতীয় দর্শনে যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলা হয়, প্রমার যে ধর্ম তাকে বলে প্রমাত্ব বা প্রামাণ্য, অর্থাৎ যথার্থ অনুভবের যে যাথার্থ তাকেই বলা হয় প্রামাণ্য। প্রমা জ্ঞানের করণ হল প্রমাণ আর ফল হল প্রমা। যথার্থ অনুভবকে বোঝাতে যেমন প্রমা শব্দের প্রয়োগ হয়, তেমনি প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ হয়। সুতরাং প্রমাত্ব বা প্রামাণ্য একই কথা। জগতের অন্যান্য পদার্থের মত প্রামাণ্য একটা পদার্থ। যে কোন পদার্থের যেমন উৎপত্তি আছে এবং পদার্থ যেমন জ্ঞানের বিষয় হয়, তেমনি প্রামাণ্যেরও উৎপত্তি আছে এবং প্রামাণ্য ও জ্ঞানের বিষয় হয়। ভারতীয় দর্শনে যখন প্রামাণ্যের বিচার করা হয় তখন তার উৎপত্তির দিকটা বিচার করা হয় তেমনি তার জ্ঞানের দিকটাও দেখা হয়। এই উৎপত্তগত প্রামাণ্য এবং জ্ঞপ্তিগত প্রামাণ্য আবার দুটো ভাগে বিভক্ত। একটা স্বতস্ব এবং অপরটি পরতস্ত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিগত যে প্রামাণ্য সেটা স্বতস্বও হতে পারে আবার পরতস্ত্বও হতে পারে।

জ্ঞানের যেসব উৎপাদক সামগ্রী হতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ একই সামগ্রী থেকে জ্ঞানে প্রমাত্ব উৎপন্ন হয়, এটি হ'ল জ্ঞানের উৎপত্তি পক্ষে স্বতস্ব। আবার জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রী ভিন্ন সামগ্রী হতে জ্ঞান উৎপন্ন হ'ল-এই মত হ'ল উৎপত্তি পক্ষে পরতস্ত্ব। অনুরূপভাবে, জ্ঞপ্তিগত প্রামাণ্যটা স্বতস্ব হতে পারে আবার পরতস্ত্বও হতে পারে। অর্থাৎ যে সামগ্রীর দ্বারা জ্ঞান গৃহীত হয়, সেই একই সামগ্রীর দ্বারা জ্ঞানের প্রমাত্ব গৃহীত হয় এটি হল জ্ঞপ্তি পক্ষে স্বতস্ত্ববাদীগণের অভিমত। আবার যে সামগ্রী দ্বারা জ্ঞান গৃহীত হয় সেই সামগ্রী হতে ভিন্ন সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানের প্রমাত্বও গৃহীত হয়। এটি হ'ল জ্ঞপ্তি পক্ষের পরতস্ত্ববাদী গণের অভিমত।

এখন প্রামাণ্য স্বতঃ না পরতঃ এ বিষয়ে দার্শনিক সমাজে মতভেদ দেখা যায়। মাধবাচার্য তার সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে একটি শ্লোকের দ্বারা তা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়েছেন। শ্লোকটি হল-

"প্রমাণত্বাপ্রামাণত্বে স্বতঃ সাংখ্যাঃ সমাশ্রিতাঃ।
নৈয়ায়িকাস্তে পরতঃ সৌগতাশ্চরমং স্বতঃ।।
প্রথমং পরতঃ প্রাহুঃ প্রামাণ্যাং বেদবাদিনঃ।
প্রমাণত্বই স্বতঃ প্রাহুঃ পরতশ্চাপ্রমাণতাম্।।"[১]

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.--96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature and Research Journal

21th Year, 115 Volume

December,2019

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Midnapur

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনা - বর্তমান প্রেক্ষিত

ড. নিতাই চন্দ্র দাস

সংক্ষিপ্তসার:

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন - শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্বের প্রকাশের একমাত্র স্থান হল মনুষ্য-সমাজ। আর একটি জাতির ভিত্তি প্রস্তর হল এই সমাজ। তাই যে সমাজ যতবেশী শিক্ষিত, সেই জাতি বা সেই দেশ তত বেশি গৌরবের অধিকারী। স্বামী বিবেকানন্দ সব শিক্ষা মাতৃ ভাষার মাধ্যমে দেওয়ার কথা বলেছেন এবং মাতৃ ভাষায় চর্চার কথা বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন রচনায় ভাষা-শিক্ষা, ধর্মীয়-শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, ভারতবর্ষকে জানার জন্য ইতিহাস , ভূগোল , গীতা ও উপনিষদ পাঠ , সংগীত শিক্ষা, চিত্রাঙ্কণ, শরীরের চর্চা , কারিগরী বিদ্যা ও যুগোপযোগী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাভাবানার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল গণশিক্ষার প্রসারকে দেশের অগ্রগতির পূর্ব শর্ত হিসাবে প্রচার করা। এছাড়া তিনি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে স্বয়ং শিক্ষাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি শিক্ষার পরিবেশ হিসেবে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার পরিবেশকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তার মধ্যে আমরা যেমন বেদান্ত দর্শনের উপাদান দেখতে পাই, তেমনই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক উত্থানের প্রয়োজন উপলব্ধি করি। তাঁর শিক্ষা চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই সমান্বয় । বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এই ব্যবস্থায় আমাদের মধ্যে আত্মত্যাগের ভাব বিকশিত হতে পারে না। তিনি বলেন, অধ্যাত্ম শিক্ষা ছাড়া মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়। এই পূর্ণসত্তার বিকাশের মানে কি তা বলার চেষ্টা করব, অবশ্যই আমার বোধ অনুসারে। তবে এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতিতে যদি কিয়দংশেও বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তবে বর্তমানের ক্রমবর্ধমান নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হবে।

বীজ শব্দ :

অন্তর্নিহিত, মনুষ্য-সমাজ, মনুষ্যত্ব, শিক্ষাদর্শ, ভাষা-শিক্ষা, ধর্মীয়-শিক্ষা, মাতৃভাষা, আত্মবিশ্বাস, সমন্বয় ও সহনশীলতা, আধ্যাত্মিকতা, পরিকাঠামো , অমূল পরিবর্তন, বিশ্বাস, পূর্ণতা, নৈতিক মূল্যবোধ ।

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.-96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

22th Year, 117 Volume

Feb,2020

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

মানব ধর্ম : দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহানামব্রত ব্রহ্মচারী দৃষ্টিভাবনা

ড. নিতাই চন্দ্র দাস

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ জন্ম দিয়েছেন এমনই শত শত মানব মহাত্মার যাঁরা যুগ যুগ ধরে প্রচার করছেন বিশ্বমানবতার বাণী। বিশেষ কোন মত নয়, বিশেষ কোন পথ নয় তাঁদের সাধনার ক্ষেত্র হল যথার্থ আত্মানুসন্ধান। স্থিতধী এই মহাত্মাগণ তাঁদের এই সাধনার ক্ষেত্রে সফল। তাঁদের সাধনার ফল বিশ্বজনীন মানবকে যে বাণী শুনিয়ে এসেছে তা তাদেরই হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লুকায়িত পরম প্রেমের বাণী। এ প্রেম বিশ্বমানবে প্রেম, এই প্রেমেই তার যথার্থ সমৃদ্ধি, এই প্রেমেই তার ধর্মসাধনা।

এমনই দুজন বিশিষ্ট মহাত্মা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। এই মহাত্মাগণ সমসাময়িক দুইবার ''বিশ্বমানবতার'' বাণী, ''বিশ্বপ্রেমের'' বাণী, ''মনের মানুষের'' বাণী, মানবধর্মের যথার্থ স্বরূপ বিশ্বের দরবারে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। ১৯৩০ সালে কবিগুরু অক্সফোর্ড ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে মে মাসের ১৯,২১ এবং ২৬ তারিখে যে হিবার্ট বক্তৃতা মালা প্রদান করেন তার বিষয় হল 'The Religion of Man' এবং ১৯৩৩ সালে USA এর শিকাগোতে অনুষ্ঠিত 2nd World Parliament of Religion (যাকে World Felowship of Faiths নামে নামকরণ করা হয়) — এ যে ভাষণগুলি প্রদান করেছিলেন তার বিষয় ছিল "The Religion of a Gentleman"। প্রসঙ্গত বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত বছরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা বক্তৃতা মালায় মানবধর্ম বিষয়ে যে বক্তৃতাগুলি প্রদান করেন সেগুলির সারবত্তা এবং হিবার্ট বক্তৃতামালার সারবত্তা অভিন্ন। উক্ত প্রেক্ষিতে আমার বর্তমান প্রবন্ধে, আমি সনাতন ধর্মের উপাসক উক্ত মণীষীদ্বয়ের অভিমতের ঐক্যমতের স্থল গুলি এবং দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের জায়গাগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করব। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সুদূর প্রাচীন কাল থেকে 'ধর্ম' শব্দটি একটি জটিল, বিভ্রান্তিকর, বহুরূপী ধারণা হিসাবে পরিগণিত হয়ে এসেছে — ধর্মের তত্ত্বকথা আলোচনার ক্ষেত্রে। কিন্তু এর সহজ-সরল-সাবলীল রূপ নিহিত আছে আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। যাইহোক প্রথমে দেখা যাক ধর্মের তত্ত্বটি কি ? — বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল তাঁর "নীতি, যুক্তি ও ধর্ম" নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'ধর্মস্য তত্ত্বম্' নামক প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কবি, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন তা হল -

"ধর্ম! ধর্ম! ধর্ম! কতবার আমাদের শুনতে হলো ধর্ম... অবিরাম অফুরন্তভাবে পুণরুক্ত।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৩ পৃ.
তালিকায় ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।
এবং মহুয়া
(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)
২২তম বর্ষ, ১২৩ (ক) সংখ্যা, আগষ্ট, ২০২০
সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা
কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মানবী কথার চালচিত্র: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা

ড. খোকন বর্মন

"সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

— নারী/ নজরুল

—এমন উক্তি ও স্বীকারোক্তি কোন এক কবির, বলা ভালো পুরুষ কবির। কিন্তু বিশ্বব্যাপী পুরুষতন্ত্র যে একথা স্বীকার করে না— সে কথা বলা বাহুল্য। এযাবৎকাল পুরুষতন্ত্র নারীকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল এবং ঊন ভেবে এসেছে। সেই কবে অ্যারিস্টটলের মতো এক প্রাজ্ঞ মণীষী ভেবেছিলেন,—"কিছু কিছু আবশ্যিক গুণাবলী নেই বলেই নারীকে নারী থাকতে হয়, পুরুষের কাম্য অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনা।"[১] সন্ত টমাস একুইনাস বলেছিলেন,—"নারী হলো অসম্পূর্ণ পুরুষ।পুরুষবুদ্ধি এবংধীসম্পন্ন এবং সক্রিয় ও শ্রেষ্ঠ; অন্যদিকে নারী বুদ্ধির ক্ষেত্রে হীন, ধীরিন্দ্র এবং নিষ্ক্রিয়।"[২] আমাদের চকিতে মনে পড়বে কমলাকান্তের জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের তির্যক উক্তি,—"স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কখনওআধখানাবৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না।"[৩] বঙ্কিমচন্দ্র হলেন ঊনবিংশ শতকের ভারতীয়মণীষার প্রতিনিধি স্বরূপ; অথচ নারী সম্পর্কে মূল্যায়নে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পথ অনুসরণ করেছেন। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে নারীকে ভালো মন্দে মিশিয়ে এমন ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে ভালোর তুলনায় মন্দই প্রকট হয়ে উঠেছে।যেমন মনু মুনি যে যুগে 'যত্র নার্যস্তু পুজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা'প্রভৃতি কথা বলেন, সেই যুগে নারীকে নরকের দ্বার বলে উল্লেখ করেন।এছাড়া মনুসংহিতায়আরো বলা হয়েছে যে,—"বিবাহ-ই নারীর সার্থকতা এবং মাতৃত্বেই তার চরিতার্থতা,গর্ভধারণেরজন্যস্ত্রীলোক এবংগর্ভধানের জন্যপুরুষের সৃষ্টি।"[৪] এ বিষয়ে খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ বাইবেলও কোন অংশে পিছিয়ে নেই। বাইবেলে বলা হয়েছে যে, পুরুষের প্রয়োজনে নারীর সৃষ্টি— পুরুষের প্রয়োজনব্যতিরেকে নারী জন্মের অন্য কোন সার্থকতা খোঁজা বৃথা। ফলে নারী প্রথম থেকেই সর্ব-প্রকার

U.G.C.- CARE List-I 2021 approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 16 pages placed in Page 3 & No.60 out of 319

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Refereed with Peer-Review Journal

23th Year,135 Special Remembrance Volume

(Remembrance of Immortal Bengali Prose Writer)

Jun, 2021

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 550

গান্ধীজি ও পন্ডিত রবি শঙ্কর শুক্লার জাতীয় ভাষা ভাবনা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

নারান চন্দ্র মুরমু

সারসংক্ষেপ :

ভারতের রাষ্ট্র ভাষা নির্ধারণ যুগযুগান্তরের একটি পরীক্ষিত বিষয়। বিশাল ভাষা বৈচিত্রের দেশে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগেও শাসক কুলকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে ভাবিত করেছে। শত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে ঔপনিবেশীক সরকার ইংরেজী ভাষাকে প্রশাসনিক কাজের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও তা সংখ্যাগরিষ্ট ভারবাসীর নাগালের বাইরেই থেকে যায়। তাছাড়া ঔপনিবেশীক সরকারের চাপিয়ে দেওয়া এই ভাষা ভাবনা জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও দেশবাসীর কাছে পরাধীনতার শৃঙ্খলও বটে। তাই জাতীয় নেতৃত্ব জাতীয় ঐক্যের জন্য যেমন একটি রাষ্ট্রীয় ভাষার কথা ভেবেছিলেন তেমনি আঞ্চলিক ভাবাবেগের কথাও উপেক্ষা করতে পারেন নি অর্থাৎ দ্বৈত ভাষার কথাও স্মরণ করেন। বিংশ শতকের বিশের দশক থেকে এই ভাষাগত ইস্যু নিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতারা ভাবতে শুরু করেন। রাজনৈতিক তাগিদে যেমন ভাষা সংহতির প্রয়োজন হয় তেমনি মতবিনিময়ের মাধ্যমেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ভাষানীতি নিয়ে বিশেষ কিছু করার না থাকলেও নেতা নেতৃত্বরা নীরব থাকতে পারেন নি এই জন্য হয়তো গান্ধীজি, পন্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লা, আম্বেদকর প্রমুখ ব্যক্তিগত স্তরে ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। তাদের এই ভাবনা চিন্তা থেকেই হিন্দুস্তানী ভাষা, হিন্দি ভাষা এই রকম ভাষানীতির ধারণা গড়ে উঠে। কার ভাষা ভাবনাকে অনুকরণ করা হবে এটা প্রধান বিবেচনার বিষয় না হলেও কম বেশী গান্ধীজি ও পন্ডিত শুক্লার জাতীয় ভাষা ভাবনা যে ভারতের ভাষা নীতিকে প্রভাবিত করেছিল একথা বলাই বাহুল্য।

মূল শব্দগুচ্ছ :

রাষ্ট্রভাষা, ঔপনিবেশীক সরকার, দ্বৈত ভাষা, হিন্দুস্তানী ভাষা,ভাষানীতি।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

দেশ ও জাতির বিকাশের জন্য একটি পরিকল্পিত ভাষানীতির প্রয়োজন। এই ভাষানীতি গড়ে উঠে দেশ ও জাতির প্রয়োজনেই তাই রাষ্ট্রকেই সব সময় ভাষানীতি

U.G.C.- CARE List-I 2021 approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 16 pages placed in Page 3 & No.60 out of 319

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

23th Year, 142 Volume

Dec, 2021(Spl)

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

বৌদ্ধ মতে আত্মা (পঞ্চস্কন্ধ)

ড. নিতাই চন্দ্র দাস

সংক্ষিপ্তসার :

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে নৈরাত্মবাদ বা অনাত্মবাদ এবং ক্ষণভঙ্গবাদ বা ক্ষণিকবাদ বৌদ্ধ দর্শনের দুটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব যা বৌদ্ধ দর্শনকে বেদান্ত দর্শন থেকে একটি পৃথক স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছেন। সুতরাং বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে গভীর তাত্ত্বিক উপলব্ধির জন্য নৈরাত্মবাদ বা আধাত্মবাদ জানা প্রয়োজন।তাই প্রথমেই জানা যায়, বুদ্ধদেবের প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব থেকে শুদ্ধচিত হয় অনিত্যবাদ এবং অনিত্যবাদ থেকে সূচিত হয় নৈরাত্মবাদ। সাধারণ অর্থে আত্মা বলতে 'চেতন দ্রব্য'কে বোঝায় কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে 'আত্মা' শব্দটি ব্যাপক অর্থে, 'স্থায়ী দ্রব্য' (Permanent substance) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বৌদ্ধ মতে— অপরিবর্তনশীল স্থায়ী অবিনশ্বর আত্মা বলে কিছু নেই।

বীজ শব্দ :

আত্মা,জন্মান্তরবাদ, নিত্য, পঞ্চস্কন্ধ।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

বৌদ্ধ দর্শন হ'ল বুদ্ধদেবের দার্শনিক মতবাদ। বৌদ্ধদেব প্রধানতঃ ছিলেন একটি ধর্মের প্রবর্তক, নীতিবিদ এবং সংস্কারক। বুদ্ধদেব সকল সময় মানুষকে দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তি, দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধদেব বোধিলাভের ফলে চারটি সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য দেশ দেশান্তরে পর্যটন করেন এবং বোধিলব্ধ চারটি মহান সত্যকে মানব সমাজে প্রচারিত করেন। এই চারটি সত্য আর্যসত্য চতুষ্টয় নামে পরিচিত। এই চারটি আর্যসত্য হল— (১) জীবন দুঃখময় (সর্বং দুঃখং দুখম্), (২) দুঃখসমুদায় (দুঃখের কারণ আছে) (দ্বাদশ নিদান), (৩) দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব, (৪) দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে (অষ্টাঙ্গিক মার্গ)। বুদ্ধদেব বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করে নিজ উপলব্ধ সত্য কে তিনি মানব সমাজে প্রচার করেন। তিনি উক্ত চারটি আর্যসত্যের মাধ্যমে তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান প্রচার করেন। সুতরাং বুদ্ধের এই উপদেশ সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি মানুষের দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নির্ধারণেই বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। আত্মার অস্তিত্ব বা জগতের নিত্যতাদি বিষয়ে প্রায়শঃই নীরব থাকতেন। তিনি আত্মার

U.G.C.- CARE List 2022 approved journal, (In Arts & Humanities Group sl.no. 79 page 32/106, In Indian Language Group sl no.226 page 95 /106)

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Culture and Research based

Refereed with Peer-Review Journal

24th Year, 151 Volume

June, 2022

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

জৈন দর্শনে আত্মার ধারণা

ড. নিতাই চন্দ্র দাস

সংক্ষিপ্তসার :

ভারতীয় দর্শনের প্রধান ধারাটি হ'ল আধ্যাত্মবাদ। আত্মায় বিশ্বাস আধ্যাত্মবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মবাদীদের মতে দেহ ও আত্মা এক নয়, দেহের অতিরিক্ত আত্মার বৈশিষ্ট্য আছে। দেহ জড় কিন্তু আত্মা অজড়। চৈতন্য দেহের গুণ নয়, আত্মার গুণ। আত্মার জন্ম নেই মৃত্যুও নেই। জৈন মতে আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমানলব্ধ। জৈন মতে জীব বা আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা।

বীজ শব্দ :

আত্মা, অবিদ্যা, প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

জৈন মতে, আত্মা (জীব) হ'ল দ্রব্য ও চৈতন্য স্বরূপ। আত্মা নিত্য সত্তা। আত্মার গুণ হ'ল জ্ঞানত্ব। আত্মার পর্যায় হ'ল ঘট জ্ঞান, পট জ্ঞান ইত্যাদি। আত্মা অস্তিকায় বা বিস্তার যুক্ত। যে দেহে জীবের বসতি, সেই অনুযায়ী জীবের বিস্তার হয়। তাই জৈন্যরা আত্মার চৈতন্য ও বিস্তার প্রতিপাদন করেছেন। জৈন মতে জীব দ্বিবিধ— এস ও স্থাবর। আত্মা সম্বন্ধে জৈন মত অনুধাবনযোগ্য। এই মতকে জড়-চেতনাবাদ বলা হয়। তবে জৈন মতে, জীবাত্মা মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ দেহপরিমাণ।

জৈনগণ বহুতত্ত্ববাদী। তারা বহু দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তারা সকল মৈলিক দ্রব্যকে দুভাগে ভাগ করেছেন— জীব এবং অজীব।

এখন প্রশ্ন হ'ল জীব বা আত্মা সম্বন্ধে জৈন ধারণা কি ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেইআসে জীব বা আত্মা কি ?

জৈন দর্শনে চেতন দ্রব্যকেই জীব বা আত্মা বলা হয়েছে। অন্য ভারতীয় দর্শনে যাকে আত্মা বা পুরুষ বলা হয়েছে। জৈন দর্শনে তাকেই জীব বলা হয়। জৈন দর্শনে চৈতন্যকে আত্মা বা জীবের স্বরূপ বলা হয়েছে। জৈন মতে, আত্মা